প্রদর্শনী : নভোথিয়েটারে অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ৫টি মহাকাশ বিষয়ক প্রদর্শনী দেখানো হয়। প্রতিটি প্ল্যানেট শো আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরী হয়েছে। প্রতিটি প্ল্যানেট শোই নতুন নতুন আবিষ্কারের তথ্যে ভরপুর। তাই প্রতিটি শো দেখুন এবং আপনার জ্ঞান ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করে মহাকাশ আবিষ্কারের নেশায় নতুন উত্তেজনায় মেতে উঠুন। নিচে ৫টি মহাকাশ বিষয়ক প্রদর্শনীর কিছু তথ্য দেয়া হলো।

(ক) মিশন টু ব্লাক হোল: মহাবিশ্বের সর্বাধিক বিস্ময়কর স্থান ব্লাক হোল যেখান থেকে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেনা। ক্রোনুজ ও ডারউইন নামক দুটি মহাকাশযানের মাধ্যমে ব্লাক হোল এবং গ্রিজার-৫৮১ নক্ষত্রের ভারচুয়াল ভ্রমণের অনুভূতি নিয়ে তৈরী হয়েছে ব্লাক হোল সিনেমা। এই সায়েন্স ফিকশন ফিল্মে পাবেন ব্লাক হোল সম্পর্কিত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল তথ্য ও মানুষের বসবাস উপযোগী গ্রহ সন্ধানে বিজ্ঞানীদের নতুন আবিষ্কার ।

(খ) গুড নাইট গল্ডিলকস: পৃথিবী একমাত্র প্রাণের বসবাসের উপযোগী গ্রহ। এইটি নির্ভর করে সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্বের উপরে। প্রাণের বসবাস উপযোগী অঞ্চলকে বলা হয় গল্ডিলকস অঞ্চল। মহাবিশ্বে কতটি নক্ষত্রের গল্ডিলকস অঞ্চলে গ্রহ আছে এবং সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং বসবাস উপযোগী গ্রহ সন্ধানে নাসার টেলিস্কোপের অভিযান নিয়ে নির্মিত ফিল্ম গুড নাইট গল্ডিলকস ।

(গ) জার্নি টু দ্যা স্টার: মহাকাশের তারাদের জন্ম, মৃত্যু এবং আবর্তনকাল এর বিস্তারিত বর্ণনাসহ আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়েতে সূর্যের অবস্থান ও সূর্যকে কেন্দ্র করে নয়টি গ্রহের আবর্তনের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই ফিল্মে।

(ঘ) ডন অফ দ্যা স্পেস এজ: মানব জাতীর মহাকাশের অপার রহস্য আবিষ্কারের নেশা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা থেকে জানা যায়। ১৯৫৭ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পুতনিক নামক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপনের পর থেকে মহাকাশ যুগের যাত্রা শুরু। নাসার সফল চন্দ্র অভিযান থেকে শুরু করে বুধ, শুক্র মঙ্গল গ্রহ ও অন্যান্য সকল সফল অভিযানসহ মহাকাশ স্পেস স্টেশন স্থাপনের নানা তথ্য নিয়ে নির্মিত ফিল্ম ডন অফ দ্যা স্পেস এজ।

(ঙ) সিম্ফনি অফ দ্যা স্টারি স্কাই: মহাকাশ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয়দের ধারণাসহ সূর্যের ৯টি গ্রহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ এর অভিযানের সাহায্য নিয়ে নির্মিত মহাকাশের বিশদ তথ্য নির্ভর ফিল্ম সিম্ফনি অফ দ্যা স্টারি স্কাই।